رُكُوْعَاتُهَا ٩ سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ (٢٤) اٰيَاتُهَا ٦٤

নয় তার রুকু (সংখ্যা) মাদানী আন-নূর সূরা (২৪) চৌষট্টি তারআয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু করছি)

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَ فَرَضْنٰهَا وَ اَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ

সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তারমধ্যে আমরা নাযিল করেছি এবং এর(বিধানকে) আমরা ফরজ করেছি ও তা আমরা নাযিল করেছি (এটা) একটি সূরা

لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ① اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ

তোমরা অতঃপর কোড়া মারবে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী উপদেশ গ্রহণ করবে তোমরা সম্ভবত

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ

দয়া অনুকম্পা তাদেরদুজনের প্রতি তোমাদেরকে প্রভাবিত করে না আর (যেন). কোড়া একশত তাদের দুজনার মধ্যহতে প্রত্যেককে

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ

শেষ দিনের (প্রতি) ও আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান এনে থাক যদি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে

রুকু ঃ ১

১. এটা একটি সূরা; এ আমরা নাযিল করেছি এবং একে আমরাই ফরয করেছি। এতে আমরা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হোদায়াতসমূহ নাযিল করেছি[১]; সম্ভবতঃ তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

২. ব্যভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষ- উভয়ের পত্যেককেই একশতটি কোড়া[২] মার। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ।

১। অর্থাৎ যে কথাগুলো এই সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তা নিছক সুপারিশ নয় যে ইচ্ছা হলে তা মান্য করা হবে ও ইচ্ছা না হলে যদৃচ্ছা আচরণ করা হবে। বরং এগুলি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ও বিধান যা মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে এগুলো মান্য করা তোমাদের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য।

২। ব্যভিচার সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান সূরা নিসার ১৫ তম আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই সুনির্দিষ্ট শাস্তি নিধারণ করে দেয়া হল। ব্যভিচারী পুরুষ অবিবাহিত ও ব্যভিচারিনী নারী অবিবাহিতা হলে সেই অবস্থায় এ শাস্তি নির্দিষ্ট। কিন্তু বহু হাদিস, নবী করীমের ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বাস্তব কার্যধারা এবং উম্মতের এজমাহ (সর্ব সম্মত অভিমত) থেকে একথা প্রমানিত হয় যে বিবাহিত হলে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদন্ড। এবং পবিত্র কুরআনেও সূরা নিসার ২৫তম আয়াতে এর প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়।

وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلزَّانِيْ

আর | প্রত্যক্ষ করে যেন | তাদের দুজনের শাস্তি | একদল | মধ্যহতে | মু'মিনদের | ব্যভিচারী

لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

না | বিবাহ করবে (অন্য কাউকে) | ব্যতীত | ব্যভিচারিণীকে | অথবা | মুশরিকনারীকে | আর | ব্যভিচারিনী | না | তাকে বিবাহ করবে (অন্য কেউ)

اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ব্যতীত | ব্যভিচারী | অথবা | মুশরিক | এবং | নিষিদ্ধ করা হল | এটা | জন্যে | মু'মিনদের

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ

এবং | যারা | অপবাদ দেয় | পবিত্র রমণীদেরকে | এরপর | না | উপস্থিত করে | চারজন

شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ

সাক্ষী | তখন কোড়া লাগাও | তাদেরকে | আশি | কোড়া | আর | না | তোমরা গ্রহণ করবে | তাদের (হতে)

شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

সাক্ষ্য | কক্ষণও | এবং | ঐসবলোক | তারাই | সত্যত্যাগী (ফাসেক)

আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে[৩]।

৩. ব্যভিচারী যেন বিবাহ না করে- ব্যাভিচারীনী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া (আর কাউকে)। আর ব্যাভিচারিণীকে বিবাহ করবে না ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া। এ ঈমানদান লোকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে[৪]।

৪. আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে,[৫] তার পর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি (কোড়া) মার, আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।

৩। অর্থাৎ দন্ড প্রকাশ্য জনসমক্ষে দিতে হবে, যাতে অপরাধী লাঞ্ছিত হয় এবং অন্যান্য লোকের পক্ষে তা শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ হয়, ঐবং মুসলিম সমাজে এ পাপ বিস্তার করতে না পারে।

৪। অর্থাৎ তওবা করেনি এরূপ (অনুতপ্ত হয়ে এ পাপ ত্যাগ করেনি এরূপ) ব্যভিচারী পুরুষের পক্ষে অনুরূপ ব্যভিচারিনী নারীই উপযুক্ত অথবা মোশরেকা; কোন সৎ মু'মেনা নারীর পক্ষে সে উপযুক্ত নয় এবং জেনে-শুনে এরূপ দুস্কৃতকারীকে নিজের কন্যা দান করা মু'মেনের পক্ষে হারাম। এরূপভাবে ব্যভিচারিনী নারীর (যে তওবা করেনি) জন্য তাদেরই অনুরূপ ব্যভিচারী অথবা মোশরেক পুরুষই উপযুক্ত। কোন সৎ মু'মেন ব্যক্তির জন্য ব্যভিচারিনী উপযুক্তা নয় এবং কোন স্ত্রীলোকের কু-চলনের অবস্থা জানা সত্ত্বেও

(ফুটনোটের বাকী অংশ অপর পাতা দেখুন)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

ব্যতীত (তারা) যারা তওবা করবে পরে এর ও সংশোধন করবে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল

رَّحِيمٌ ۝٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ

মেহেরবান আর যারা অপবাদ দেয় তাদের স্ত্রীদেরকে আর না থাকে তাদের কাছে

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

কোন সাক্ষী ব্যতীত তাদের নিজেদের সাক্ষ্য তখন তাদের একজনের চারবার (কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দেবে

بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٦

আল্লাহর (নামে যে) নিশ্চয়ই সেনিশ্চয়ই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত সত্যবাদীদের

৫. সেই লোকেরা নয় যারা এর পর তওবা করবে ও সংশোধন করে নিবে। আল্লাহ অবশ্যই(তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান[৬]।

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্ক অভিযোগ তুলবে[৭], আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির স্বাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনিত অভিযোগে) সত্যবাদী,

---

জেনে শুনে তাকে বিবাহ করা মু'মেন পুরুষের পক্ষে হারাম। মাত্র সেই সমস্ত পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য যারা নিজেদের কু-আচরনে কায়েম আছে। যারা তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ তওবা ও সংশোধনের পর ব্যভিচারিণী হওয়ার কু-গুণ তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

৫। অর্থাৎ ব্যভিচারের অপবাদ। পুরুষদের উপরও ব্যভিচারের অপবাদ লাগানোর জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরীয়তের পরিভাষায় এই অপবাদ প্রদানকে 'কাযফ' বলা হয়।

৬। এ সম্পর্কে ফকিহরা একমত যে তওবা 'কাযফ' এর শাস্তি মওকুফ হয় না। এ সম্পর্কেও তারা একমত যে তওবাকারী ফাসেক থাকে না এবং আল্লাহতা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে তওবা করার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে কিনা। হানাফি মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ইমাম মালেক (রাঃ) এবং ইমাম আহমদ (রাঃ) তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

৭। অর্থাৎ ব্যভিচারের দোষারোপ করে।

وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ

আর | পঞ্চমবার (বলবে) | যে | অভিশাপ | আল্লাহর | তার উপর (পড়ুক) | যদি

كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ

সে হয় | অন্তর্ভুক্ত | মিথ্যাবাদীদের | আর | রহিত হবে | তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি) হতে | শাস্তি

اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ

(এভাবে) যে | সে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে | চারবার | সাক্ষ্য | আল্লাহর (নামে) | সে(অর্থাৎ পুরুষটি)নিশ্চয়ই | অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত

الْكٰذِبِيْنَ ۝٨ وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ

মিথ্যাবাদীদের | এবং | পঞ্চমবার (বলবে) | যে | গযব (পড়ুক) | আল্লাহর | তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির)উপর | যদি

كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩

সে হয় | অন্তর্ভুক্ত (পুরুষটি) | সত্যবাদীদের

---

৭. আর পঞ্চমবার বলবেঃ তার উপর আল্লাহর লানত হোক যদি সে (আনিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়।

৮. আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এই ভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।

৯. আর পঞ্চমবার বলবে যে, তার (অর্থাৎ সালোকাবির) উপর আল্লাহর গযব ভেঙে পড়ুক, যদি সে (অর্থাৎ পুরুষ লোকটি আনিত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[৮]।

৮। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'লেআন' বলা হয়। এ 'লেআন' ঘরে বসে হতে পারবে না; আদালতে হতে হবে। লেআনের দাবী পুরুষের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে । অপবাদ দেওয়ার পর যদি পুরুষ লেআন এড়িয়ে যেতে চায়, অথবা নারী শপথ- বাক্য উচ্চারণ করতে না চায় তবে হানাফি মতে তার শাস্তি–লেআন না করা পর্যন্ত অপরাধীকে বন্দী রাখা এবং উভয় পক্ষ হতে লেআন হয়ে যাবার পর একে অন্যের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ

আর | যদি | না (হত) | অনুগ্রহ | আল্লাহর | তোমাদের উপর | ও | তাঁর দয়া(তবে তোমরাজটিলতায়পড়তে

وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ

আর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | তওবা গ্রহণ কারী | প্রজ্ঞাময় | নিশ্চয়ই | যারা | উপনীত হয়েছে

بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ

অপবাদ রচনায় | (তারা) একটি দল | তোমাদের মধ্যকার | না | তা তোমরা মনে করো | খারাপ | তোমাদের জন্যে | বরং | তা

خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ

ভাল | তোমাদের জন্যে | প্রত্যেক জন্যে | ব্যক্তির (রয়েছে) | তাদের মধ্যে হতে | যতটা | সে অর্জন করেছে | হতে | গুনাহ

وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

আর | যে | 'দায়িত্ব নিয়েছে (নিজের উপর) | তার বড়(অংশ) | তাদের মধ্যহতে | তার জন্যে | শাস্তি (রয়েছে) | কঠিন

১০. তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহম যদি না হত, তা হলে (স্ত্রীদের উপর অভিযোগের ব্যাপারটি তোমাদেরকে বড়ই জটিলতায় ফেলত)। বস্তুতঃ আসল কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই তওবা গ্রহণকারী ও সুবিজ্ঞ কুশলী।

রুকু ঃ ২

১১. যে সব লোক এই মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক[৯]। এই ঘটনাকে নিজের জন্য খারাব মনে করো না, রবং এও তোমার জন্য কল্যাণময়ই হবে[১০]। যে লোক এই ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে সে ততটাই গুনাহ অর্জন করেছে। আর যে লোক এই দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে[১১] তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে।

৯। এখান থেকে ২৬ তম আয়াত পর্যন্ত সেই ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইতিহাসে যে ঘটনা افك (মিথ্যা অপবাদ) নামে বিখ্যাত। এ ঘটা হচ্ছে হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি– মাআযাল্লাহ- মুনাফেকদের দ্বারা মিথ্যা অপবাদ লাগানো। মুনাফেকরা এর এতটা চর্চা করেছিল যে কোন কোন মুসলমানও এ চর্চাতে লিপ্ত হয়েছিল।

১০। অর্থাৎ ঘাবড়ে যেওনা! মুনাফেকরা তো মনে করেছে যে তারা তোমার উপর বড় শক্তিশালী আঘাত করেছে। কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ এই আঘাত উল্টে তাদেরই উপর বর্তাবে এবং তোমার পক্ষে এ আঘাত কল্যাণ প্রমাণিত হবে।

১১। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ-বিন উবাই যে এই অপবাদের মূল রচনাকারী এবং এই ফেতনার মূল স্রষ্টা।

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ

তাদের নিজেদের সম্পর্কে | মু'মিনারা | ও | মু'মিনরা | অনুমান করল | তা তোমরা শুনলে | যখন | না | কেন

خَيْرًا ۙ وَّقَالُوا هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ

এব্যাপারে | আনল | না | কেন | সুস্পষ্ট | মিথ্যা অপবাদ | এটা | (কেন না) বলল | ও | ভালো (ধারণা)

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ

সাক্ষীদেরকে | উপস্থিত করে নাই | যখন | সাক্ষী | চারজন

فَأُولَٰٓئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

মিথ্যাবাদী | তারাই | আল্লাহর | নিকটে | তাহলে ঐসবলোক

১২. তোমরা যে সময় এই কথা শুনতে পেয়েছিলে সে সময়ই মু'মেন পুরুষ ও মু'মেন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করল না কেন১২? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অভিযোগ?

১৩. সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগের প্রমাণে) চার জন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক১৩।

১২। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এ-ও হতে পারে যে নিজের লোকদের অথবা নিজ মিল্লাত এবং নিজ সমাজের লোকদের প্রতি সু-ধারণা করলেনা কেন? আয়াতের শব্দগুলি দ্বারা এই দুইপ্রকার অর্থ ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু আমি যে অনুবাদ গ্রহণ করেছি সেটাই অধিক অর্থবহ। এর মর্ম হচ্ছেঃ তোমাদের প্রত্যেকে কেন এ খেয়াল করলে না যে, তার নিজের ক্ষেত্রে যদি অনুরূপ অবস্থা ঘটতো যা হযরত আয়েশার (রাঃ) ক্ষেত্রে ঘটেছিল তবে সে কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যেতো?

১৩। কোন ব্যক্তির এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে -সাক্ষী না থাকাটাই দোষারোপ মিথ্যা হওয়ার দলিল ও বুনিয়াদ বলে এখানে গণ্য করা হচ্ছে, এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে- দোষারোপকারী চারজন সাক্ষী না আনতে পারার কারণে তোমরা একে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বলে গণ্য কর। বস্তুতঃ সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তা লক্ষ্যে না রাখার কারণে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। দোষারোপকারীরা এই কারণে দোষারোপ করেনি যে, তারা বা তাদের মধ্যে কেউ –মাআযাল্লাহ– নিজ চোখে সেই ঘটনা দেখেছিল যা তারা মুখে উচ্চারণ করছিল। বরং হযরত আয়েশার (রাঃ) দৈবাৎ কাফেলার পিছনে রয়ে যাওয়া এবং পরে হযরত সাফওয়ানের নিজের উটে চড়িয়ে কাফেলায় নিয়ে আসা মাত্র এতটুকু কথার জন্য তারা এতবড় একটি অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। এই অবস্থায় হযরত আয়েশার (রাঃ) এভাবে পিছনে থেকে যাওয়া– মাআয়াল্লাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে কোন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। ষড়যন্ত্রকারীরা এভাবে কখনো ষড়যন্ত্র করে না যে সৈন্যাধ্যক্ষর স্ত্রী চুপিসারে কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সংগে থেকে যায় তারপর সেই ব্যক্তিই তাকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে স্পষ্ট দিবালোকে ঠিক দ্বিপ্রহরের

(বাকী অংশ অপর পাতা দেখুন)

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ

আর যদি না (হ'ত) অনুগ্রহ আল্লাহর তোমাদের উপর ও তাঁর দয়া

فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ

দুনিয়ার মধ্যে ও আখেরাতে তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রাস করত মধ্যে যার

اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ

তোমরা জড়িয়ে পড়েছিলে সেক্ষেত্রে শাস্তি কঠিন যখন তা তোমরা ছড়াচ্ছিলে তোমাদের জিহ্বা দিয়ে ও

تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ

বলছিলে তোমাদের মুখ দিয়ে যার নেই তোমাদের সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান আর তা তোমরা মনে কর ছিলে

هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ وَ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ

তুচ্ছ অথচ তা আল্লাহর নিকট গুরুতর এবং কেন না যখন তা তোমরা শুনেছিলে

قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا

না বললে শোভা পায় আমাদের জন্যে যে আমরা কথা বলব এধরনের (হে আল্লাহ) তুমি মহান পবিত্র এটাতো

بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

অপবাদ গুরুতর

১৪. তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি না হত তা হলে যে সব কথা-বার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে তার প্রতিশোধ হিসাবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত।

১৫. (একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কত বড় ভুলই না করছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ হতে অন্য মুখে এই মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যেতেছিল, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলে বেড়াতেছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলনা; তোমরা তাকে একটি সাধারণ কথা মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট এ ছিল অনেক বড় কথা।

১৬. তা শুনতেই তোমরা কেন বলে দিলে না, "এই ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। পাক মহান আল্লাহ। এ তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।"

সময় প্রকাশ্যে নিয়ে সৈন্য শিবিরে হাযির হয়। এ অবস্থায়ই স্বতঃ তাদের দুজনের নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে অপবাদ মাত্র এই ভিত্তিতে দেয়া যেতে পারে যে, অপবাদ দানকারী স্বচক্ষে কোন ঘটনা দেখেছে। অন্যথায় যে পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে যালেমরা এই অপবাদ দান করেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই সৃষ্টি হয়না।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا

তোমাদের নসীহত করেন | আল্লাহ | যেন (না) | পুনরাবৃত্তি করো | তার অনুরূপ | কক্ষণও

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿١٧﴾ وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ

যদি থাক | তোমরা হয়ে | ঈমানদার | এবং | সুস্পষ্ট বিবৃত করেছেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | আয়াতসমূহ | আর | আল্লাহ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ

সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময় | নিশ্চয় | যারা | পছন্দ করে | যে | প্রসার লাভ করুক | নির্লজ্জতা

فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ

মধ্যে | (তাদের) যারা | ঈমান এনেছে | তাদের জন্যে | শাস্তি | মর্মান্তুদ | মধ্যে | দুনিয়ার | ও | আখেরাতে

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

আর | আল্লাহ | জানেন | কিন্তু | তোমরা | না | জান | এবং | যদি না (হতো) | অনুগ্রহ | আল্লাহর

عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ يٰۤاَيُّهَا

তোমাদের উপর | ও | তাঁর দয়া(তবে নিকৃষ্ট পরিণাম হতো) | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | বড়ই দয়াবান | মেহেরবান | হে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ

যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা অনুসরণ করো | পদাংক | শয়তানের | আর | যে | অনুসরণ করবে

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ

পদাংক | শয়তানের | নিশ্চয়ই | সে তাহলে | নির্দেশ দেবে | নির্লজ্জতায় | ও | পাপ কাজের

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহত করছেন ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না কর- যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

১৮. আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী।

১৯. যে সব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক –তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাবার যোগ্য। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।

২০. আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা নিকৃষ্ট পরিণাম দেখাত) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান, করুণাময়।

রুকু ঃ ৩

২১. হে ঈমানদার লোকেরা! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যে তার অনুসরণ করবে সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজেই হুকুম দিবে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ
তোমাদের মধ্যে | পাক-পবিত্র হতে পারত | না | তাঁর দয়া | ও | তোমাদের উপর | আল্লাহর | অনুগ্রহ | না (হতো) | যদি আর

اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
সব শুনেন | আল্লাহ | আর | চান | যাকে | পবিত্র করে দেন | আল্লাহ | কিন্তু | কক্ষণও | কেউই

عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ
যে | প্রাচুর্যের (অধিকারীরা) | ও | তোমাদের মধ্যকার | অনুগ্রহের | অধিকারীরা | কসম খায় | না (যেন) | আর | সব জানেন

يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ
মোহাজেরদেরকে | ও | অভাবগ্রস্তদেরকে | ও | আত্মীয় স্বজনকে | তারা দেবে (না)

سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ
মাফ করবেন | যে | তোমরা পছন্দ কর | না কি | দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে যেন | এবং তারা মাফ করে দেয় যেন | আল্লাহর | পথে

اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾
মেহেরবান | বড় ক্ষমাশীল | আল্লাহ | আর তোমাদেরকে | আল্লাহ

আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার রহম ও করম তোমাদের প্রতি যদি না থাকত তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ পাক ও পবিত্র হতে পারত না। বরং আল্লাহই যাকে চান পাক ও পবিত্র করে দেন। আর আল্লাহ সর্বাধিক শুনেন ও জানেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থবান তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত, মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মা'ফ করে দেবেন? আর আল্লাহর পরিচয় এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুনাময়[১৪]।

১৪। এই আয়াত এই উপলক্ষ্যে নাযিল হয় যে দোষারোপকারীদের মধ্যে কোন কোন সাদা-সিধা মুসলমানও শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবুবকরের এক নিকট আত্মীয় ছিলেন; হযরত আবুবকর যার প্রতি সব সময় অনুগ্রহ ও উপকার করতেন। এই দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) শপথ করেন, যে এখন থেকে তিনি আর তার সঙ্গে কোন সদ্ব্যবহার করবেন না। সিদ্দিক আকবর (মহা সত্যবাদী) হযরত আবুবকরের ন্যায় ব্যক্তি ব্যাপারটি উপেক্ষা বা ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করবেন না আল্লাহতা'আলা তা পছন্দ করেননি।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوا فِي

নিশ্চয়ই | যারা | অপবাদ দেয় | চরিত্র সম্পন্না | সাদাসিধা | মু'মিনাদেরকে | লা'নত করা হয়েছে | মধ্যে

الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

দুনিয়ার | ও | আখেরাতে | এবং | তাদের জন্যে | শাস্তি (রয়েছে) | কঠিন | সেদিন | সাক্ষ্য দেবে | তাদের বিরুদ্ধে

أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ

তাদের জিহ্বাগুলো | ও | তাদের হাতগুলো | ও | তাদের পাগুলো | ঐ বিষয়ে যা | তারা কাজ করছিল | সেদিন

يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ

তাদেরকে পুরাপুরি দেবেন | আল্লাহ | তাদের প্রতিদান | যথাযোগ্য | আর | তারা জানবে | যে | আল্লাহ | তিনিই

الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ اَلْخَبِيثٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ

সত্য | (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রকাশক | দুশ্চরিত্রা নারীরা | দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্যে (যোগ্য) | ও | দুশ্চরিত্র পুরুষরা

لِلْخَبِيثٰتِ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰتِ

দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্যে (যোগ্য) | এবং | সচ্চরিত্রা নারীরা | সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে (যোগ্য) | ও | সচ্চরিত্র পুরুষরা | সচ্চরিত্রা নারীদের জন্যে (যোগ্য)

২৩. যে সব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না, সাদাসিধা ও মুমেন স্ত্রীলোকদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করা হয়েছে, আর তাদের জন্য বড় আযাব রয়েছে।

২৪. তারা যেন সেই দিনটি ভুলে না যায় যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা এবং তাদের নিজেদের হাত ও পা তাদের ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্যদান করবে।

২৫. সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে সেই প্রতিদান পুরাপুরি দেবেন যা তারা পাবার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসাবেই প্রকাশ করেন।

২৬. খারাব চরিত্রের স্ত্রীলোক খারাব চরিত্রের পুরুষদের যোগ্য। এবং খারাব চরিত্রের পুরুষ খারাব চরিত্রের স্ত্রীদের যোগ্য। অনুরুপভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোক পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য যোগ্য এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষ পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য।

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

ঐসবলোক | নিষ্কলংক | তাহতে যা | তারা বলে | তাদের জন্যে (রয়েছে) | ক্ষমা | ও | রিযক

كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

সম্মানিত | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা প্রবেশ করো | ঘরগুলোতে (অন্যদের) | ব্যতীত

بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ

তোমাদের ঘর গুলো | যতক্ষণনা | তোমরা অনুমতি চাও (ও পাও) | ও | তোমরা সালাম দাও | উপর | তার অধিবাসীদের | এটা

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا

উত্তম | তোমাদের জন্যে | আশা করা যায় | তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে | ﴿٢٧﴾ | যদি তবে | না | তোমরা পাও | তার মধ্যে

أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ

কাউকে | না তাহলে | তাতে তোমরা প্রবেশ করো | যতক্ষণনা | অনুমতি দেয়া হয় | তোমাদেরকে

তারা নিষ্কলংক সেই সব কথা হতে যা লোকেরা রচনা করে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রেযক।

রুকু ঃ ৪

২৭. হে ঈমানদার লোকেরা[১৫] নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়; আশা করা যাচ্ছে যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।

২৮. সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমনি দেয়া না হবে[১৬]।

১৫। সমাজে খারাবি প্রকট হয়ে উঠলে তার প্রতিকার ও সংশোধন কি উপায়ে করতে হবে সূরার সূচনার নির্দেশগুলি তা দেখানোর জন্যই দেয়া হয়েছে।

১৬। অর্থাৎ কারও পক্ষে কারুর শূন্য ঘরে প্রবেশ করা বৈধ নয়, তবে অবশ্য গৃহকর্তা যদি অনুমতি দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহকর্তা কাউকে বললো 'যদি আমি উপস্থিত না থাকি, তবে আপনি আমার কামরাতে বসে থাকবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্যস্থানে আছেন আপনি এ খবর পাবার পর গৃহকর্তা আপনাকে বলে পাঠালেন যে "আপনি তশরীফ রাখুন, আমি এখুনি আসছি।"

وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط

আর | যদি | বলা হয় | তোমাদেরকে | তোমরা ফিরে যাও | তোমরা তাহলে ফিরে যাও | তা | পবিত্রতম | তোমাদের জন্যে

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ

আর | আল্লাহ | ঐ বিষয়ে যা | তোমরা কর (সেসম্পর্কে) | খুব অবহিত | নেই | তোমাদের উপর | কোন গুনাহ | যে

تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ

তোমরা প্রবেশ করবে | (এমন) ঘরগুলোতে | (যা) নয় | বসবাসের স্থান (কারো) | তার মধ্যে (আছে) | উপকারী দ্রব্য | তোমাদের (সবার জন্যে) | আর | আল্লাহ | জানেন

مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا

যা | তোমরা প্রকাশ কর | আর | যা | তোমরা গোপন কর | (হেনবী) বল | মু'মিনদেরকে | সংযত করে (যেন তারা)

مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط

তাদের দৃষ্টিগুলোকে | এবং | সংরক্ষণ করে (যেন) | তাদের লজ্জাস্থান সমূহকে | এটা | পবিত্রতম | তাদের জন্যে

আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যেও; এ তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি[১৭]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।

২৯. অবশ্য তোমাদের জন্য এতে কোন দোষ নেই যে, তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয়, আর যেখানে তোমাদের কোন উপকারের (বা কাজের) জিনিস পড়ে রয়েছে[১৮]। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর, আর যা কিছু গোপন কর সব বিষয় আল্লাহ জানেন।

৩০. হে নবী, মু'মেন পুরুষদের বলঃ তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে চলে[১৯]। এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। এ তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি।

১৭। অর্থাৎ এতে কিছু খারাব মনে করা উচিৎ নয়। যে কোন ব্যক্তির এ হক আছে যে, যদি সে কোন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করতে না চায় তবে সে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করতে পারে। অথবা কোন ব্যস্ততা যদি সাক্ষাৎকারে বাধা হয় তবে সে ওযর দেখাতে পারে।

১৮। অর্থাৎ হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মোসাফেরখানা প্রভৃতি যেখানে লোকের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে।

১৯। মূলে غض بصر এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে সাধারণতঃ যার অনুবাদ করা হয়ঃ দৃষ্টি অবনত করা বা অবনত রাখা। আসলে এ হুকুমের মর্ম সর্বদা নিচের দিকে দৃষ্টি রাখা নয়। বরং এর অর্থ পূর্ণভাবে চোখ ভরে না দেখা, এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। চোখকে বাঁচিয়ে চলে এই কথা দ্বারা এ অর্থ ঠিক আদায় হতে পারে। অর্থাৎ যে জিনিস দেখা সমীচীন নয় তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া –তা এতে দৃষ্টি নিচের দিকে অবনত করা হোক বা অন্য কোনদিকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। পূর্বাপার প্রসংগ হতেও একথা জানা যায় যে এ বাধ্য-বাধকতা যে জিনিসের উপর আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে পুরুষ মানুষদের নারীদেরকে দেখা অথবা অপরের সতরের (লজ্জাস্থানের, আবরণ যোগ্য অংগের) প্রতি দৃষ্টিপাত করা বা অশ্লীল দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব অবগত (ঐ বিষয়ে) যা কিছু তারা করে এবং বল মুমিন স্ত্রীলোকদেরকে

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

তারা সংযত রাখে (যেন) তাদের দৃষ্টিসমূহকে ও সংরক্ষণ করে (যেন) তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

না এবং (যেন) প্রদর্শন করে তাদের সৌন্দর্য ব্যতীত যা (সাধারণভাবে) প্রকাশ পায় তাহতে এবং ফেলে রাখে যেন

بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

তাদের ওড়না উপর তাদের বক্ষদেশের আর না (যেন) প্রকাশ করে তাদের সাজসজ্জা

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

ব্যতীত তাদের স্বামীদের নিকট অথবা তাদের পিতাদের (নিকট) অথবা (নিকট) পিতাদের তাদের স্বামীদের

যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত।

৩১. আর হে নবী, মু'মেন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে[২০] ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেই সব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এই লোকদের সামনেঃ তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা[২১]

২০। এ কথা লক্ষ্য করা উচিত যে আল্লাহর শরীয়ত নারীদের বেলায় মাত্র ততটুকুই নির্দেশ দান করে ক্ষান্ত হয় না যতটুকু পুরুষদের সম্পর্কে দিয়ে থাকে, অর্থাৎ দৃষ্টি বাঁচানো এবং লজ্জাস্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা বরং শরীয়ত নারীদের কাছ থেকে কিছু বেশী দাবী করে যা পুরুষদের কাছে করে না। এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ তুল্য নয়।

২১। পিতা বলতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ ও প্রমাতামহ বুঝায়। সুতরাং একজন স্ত্রীলোক নিজের পিতামহের ও মাতামহের তরফের এবং স্বামীর পিতামহ ও মাতামহের তরফের এই সব মুরব্বীদের সামনে ঠিক সেই ভাবে আসতে পারে যেমন পারে নিজের পিতা ও শ্বশুরের সামনে আসতে।

أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ

(নিকট) পুত্রদের অথবা তাদের ভাইদের (নিকট) অথবা তাদের স্বামীদের (নিকট) পুত্রদের অথবা তাদের পুত্রদের (নিকট) অথবা

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا

বা অথবা তাদের স্ত্রীলোকদের (মিলামিশার) অথবা তাদের ভগ্নিদের (নিকট) পুত্রদের অথবা তাদের ভাইদের

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

যৌন কামনা সম্পন্ন নয় (যারা) অধিনস্ত পুরুষরা (এমন) অথবা তাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাসী) মালিক হয়েছে

مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَٰتِ

গোপন অংগ সম্পর্কে অবহিত হয়নাই যারা বালক অথবা পুরুষদের মধ্যহতে

النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن

অর্থাৎ তারা গোপন রেখেছে যা (এমনভাবে)যেন কেউজানতেপারে তাদের পা গুলোকে (অর্থাৎচলাফিরাকরবে) তারা মারবে না আর স্ত্রীলোকদের

زِينَتِهِنَّ ۚ

তাদের সৌন্দর্য

নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র[২২], নিজেদের ভাই[২৩], ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র[২৪], নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক[২৫], নিজেদের দাসী, সেই সব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নেই[২৬], আর সেই সব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফিরা করবে না, এভাবে যে নিজেদের যে সৌন্দার্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে ।

২২। পুত্রদের মধ্যে পৌত্র, প্রোপৌত্র, কন্যার সন্তান ও সন্তানের সন্তান সবই অন্তর্ভুক্ত যে ব্যাপারে 'আপন বা সৎ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিজের সতীনের সন্তানদের সামনেও স্ত্রী লোকেরা সাজ-সজ্জাসহ তেমনি ভাবে আসতে পারে যেমন নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে পারে।

২৩। 'ভাই'দের মধ্যে আপন ভাই, সৎ ভাই ও মায়ের অন্য স্বামীর সন্তান সবই অর্ন্তভুক্ত।

২৪। ভাই ও ভগ্নি বলতে তিন প্রকারের ভাই ও ভগ্নি বোঝায় এবং তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তান এবং কন্যার সন্তান সবই সন্তান বলে গণ্য।

২৫। এর দ্বারা আপনা আপনিই একথা প্রকাশ পায় যে আওয়ারা (ভবঘুরে) ও কু-চলন সম্পন্ন স্ত্রী লোকদের সামনে সম্ভ্রান্ত মুসলমান স্ত্রী লোকদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা উচিৎ নয়।

২৬। অর্থাৎ অধীনস্থ হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তারা এই ঘরের স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে কোন অপবিত্র আকাঙ্খা পোষণের সাহস পেতে পারে।

وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ

আর তওবা কর তোমরা আল্লাহর নিকট সকলেই ওহে মু'মিনরা

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾ وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ

আশা করা যায় কল্যাণ পাবে তোমরা এবং তোমরা বিবাহ দাও জুড়িহীনদেরকে তোমাদের মধ্যকার ও (যারা) সচ্চরিত্রবান

مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

মধ্যহতে তোমাদের দাসদের ও তোমাদের দাসীদের যদি তারা হয় অভাবগ্রস্ত অভাবমুক্ত করে দেবেন আল্লাহ

مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾ وَ لْيَسْتَعْفِفِ

তাঁর অনুগ্রহে আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় মহাবিজ্ঞ এবং সংযত হওয়া উচিত

الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ

(তাদের) যারা না সামর্থ রাখে বিবাহ করতে যতক্ষণনা তাদেরকেঅভাবমুক্ত করে দেন আল্লাহ

فَضْلِهٖ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ

তাঁর অনুগ্রহে এবং যারা চায় (মুক্তির) চুক্তিপত্র করতে যাদের তাদের মধ্যহতে মালিক করেছে

اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ

তোমাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাসদাসী) তোমরা তাহলে মুক্তির চুক্তিকর তাদের সাথে

হে মু'মেন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে!

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, আর তোমাদের দাসদাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান, তাদের বিবাহ দাও। তারা যদি গরীব হয়, তা হলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধণী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততা বিধানকারী এবং মহাবিজ্ঞ।

৩৩. আর যারা বিবাহের সুযোগ পাবে না তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে হতে যারা চুক্তি-পত্র করার দরখাস্ত দিবে তাদের সাথে চুক্তি-পত্র কর[২৭]

২৭। 'মোকাতাবত' –এর অর্থ দাস বা দাসী মুক্তি লাভের জন্য নিজ মালিককে বিনিময় অর্থ দেবার প্রস্তাব করলে এবং মনিব তা কবুল করলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি পত্র লেখা-পড়া।

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ

যদি | তোমরা জানতে পার | তাদের মধ্যে রয়েছে | কল্যাণ | এবং | তাদেরকে দাও | হতে | সম্পদ | আল্লাহর

الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

যা | তোমাদেরকেতিনি দিয়েছেন | এবং | না | তোমরা বাধ্য করো | তোমাদের দাসদাসীদেরকে | জন্যে | বেশ্যা বৃত্তির

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ

যখন | তারা চায় | চরিত্রবতী হয়ে থাকতে | লাভের জন্যে | স্বার্থ | জীবনের | দুনিয়ার | আর | যে

يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

তাদেরকে বাধ্য করবে | তাহলে নিশ্চয়ই | আল্লাহ | পরে | তাদেরকে জবরদস্তির | (তাদের উপর) ক্ষমাশীল | মেহেরবান

তোমরা যদি জানতে পার যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে২৮, আর তাদেরকে সেই মাল-সম্পদ হতে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন২৯। আর তোমাদের দাসীদের নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করোনা৩০। যখন তারা নিজেরা চরিত্রবতী থাকতে চায়৩১। যে তাদেরকে সেজন্য জবরদস্তি করবে, আল্লাহ এ জবরদস্তির পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল দয়াময়।

২৮। 'কল্যাণ' বলতে দুটো জিনিস বোঝায়ঃ প্রথমত গোলামের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিনিময় অর্থ দান করার যোগ্যতা। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে এতটা বিশ্বস্ততা ও সততা বর্তমান থাকা যে তার কথার উপর আস্থা স্থাপন করে চুক্তি করা যেতে পারে।

২৯। এটা এক সাধারণ নির্দেশ। মনিব যেন কিছু না কিছু অর্থ মাফ করে দেয়, মুসলমানরাও যেন তাকে সাহায্য করে এবং বায়তুলমাল থেকেও তাকে যেন সাহায্য দান করা হয়।

৩০। জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীরা নিজেদের দাসীদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো এবং তাদের উপার্জন ভক্ষণ করতো। ইসলাম এই পেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩১। অর্থাৎ যদি দাসী স্বেচ্ছায় কু-কর্মে রত হয় তবে সে নিজে তার আপরাধের জন্য দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোরপূর্বক তাকে কু-ব্যবসায়ে লিপ্ত করায় তবে মালিকই দায়ী হবে এবং মালিককেই পাকড়ানো হবে।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ آيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ

আর নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি তোমাদের নিকট আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট

وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

ও দৃষ্টান্ত হতে (তাদের) যারা অতীত হয়েছে পূর্বে তোমাদের ও উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ

মুত্তাকীদের জন্যে আল্লাহ জ্যোতি আকাশমণ্ডলির ও পৃথিবীর দৃষ্টান্ত

نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط

তাঁর জ্যোতির যেমন দীপাধার তারমধ্যে (আছে) একটি প্রদীপ প্রদীপটি (অবস্থিত) মধ্যে একটি কাঁচপাত্রের

اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

(এমন) কাঁচপাত্র তা যেন তারকা উজ্জ্বল তা প্রজ্বলিত করা হয় (তেল) দ্বারা গাছের বরকত ওয়ালা

৩৪. আমরা সুস্পষ্ট ভাষার হেদায়াত-সম্পন্ন আয়াত তোমাদের নিকট নাযিল করেছি, আর সেই জাতিগুলির শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সমূহও আমরা তোমাদের সামনে পেশ করেছি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আর সেই নসীহত সমূহও করে দিয়েছি যা খোদাভীরু লোকদের জন্য হয়ে থাকে।

রুকু ঃ ৫

৩৫. আল্লাহ আকাশমন্ডল ও যমীনের নূর[৩২]। (বিশ্বলোকে) তাঁর নূর-এর দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি তাকের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা ফানুসের মধ্যে। ফানুসের অবস্থা এরূপ, যেমন মোতির মত ঝকমক করা তারকা, আর সেই চেরাগ এমন এক বরকত ওয়ালা জয়তুন গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়,

৩২। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তারই নূরের বদৌলতে।

زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ

যমতুনের (যা) না পূর্বের আর না পশ্চিমের যেন মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে যদিও

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ

আগুন আগুন জ্যোতির উপর জ্যোতি পথ দেখান আল্লাহ তাঁর জ্যোতির দিকে যাকে তাকেস্পর্শ করেনাই

يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ

ইচ্ছে করেন আর পেশ করেন আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহকে লোকদের জন্যে আল্লাহ আর সম্পর্কে সব

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ

কিছু খুব অবহিত (এসব লোক) ঘরগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ সমুন্নত করতে (সেগুলোকে) ও স্মরণ করতে

فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾

তারমধ্যে তাঁর নাম তসবিহ করে (তারা) তাঁরই তার মধ্যে সকালসমূহে ও সন্ধ্যাসমূহে

যা না পূর্বের না পশ্চিমের। যার তেল আপনা-আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে তাতে আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর উপর আলো (বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত৩৩)। আল্লাহ তাঁর নূরের দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি লোকদেরকে দৃষ্টান্ত সমূহ দিয়ে কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি সর্ব বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল।

৩৬. (তাঁর নূরের দিকে হেদায়াত-প্রাপ্ত লোক) সে সকল ঘরে পাওয়া যায় যে গুলিকে উচ্চ-উন্নত করার এবং যার মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন । তাতে এই সব লোক সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তসবীহ করে।

৩৩। এই উপমায় প্রদীপের সংগে আল্লাহর সত্তা ও 'তাঁকে' এর সংগে বিশ্ব-ব্যবস্থাকে উপমিত করা হয়েছে এবং 'ফানুষ' এর সংগে সেই পরদার যার মধ্যে হক তা'আলা নিজেকে সৃষ্টি লোকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রেখেছেন। এই পর্দা প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তার নয়, বরং প্রকাশের তীব্রতার পর্দা। সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি তাঁকে দেখতে এই জন্যই অক্ষম যে নূর এত তীব্র, বিশুদ্ধ ও সর্বাত্মক যে, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি-শক্তি তাঁর অনুভূতি গ্রহণে অসমর্থ। 'আর সেই চেরাগ জয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের তৈল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয় যা না পূর্বের, না পশ্চিমের' কথাটি মাত্র প্রদীপের জ্যোতির পূর্ণত্ব ও তীব্রতার ধারণা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রচীনকালে, জয়তুন তেলের প্রদীপ থেকেই সব থেকে বেশী উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেতো, এবং তার মধ্যে উজ্জ্বলতম প্রদীপ হতো সেই প্রদীপ যা উচ্চ ও উন্মুক্ত জায়গার গাছের তেল থেকে প্রজ্জ্বলিত করা হতো। আবার বলা হয়েছে- "যাহার তৈল আপনা আপনি প্রজ্জলিত হইয়া ওঠে তাহাতো আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক"- এ কথার উদ্দেশ্য প্রদীপের আলোর সর্বাধিক তীব্র ও উজ্জ্বল হওয়ার ধারণা দান করা।

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

আল্লাহর স্মরণ হতে কেনাবেচায় না আর ব্যবসায় তাদেরকে গাফিল করে না (তারা এমন) লোক

وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ

উল্টে যাবে সেদিনের (যখন) তারা ভয় করে যাকাত আদায়করতে ও নামাজ (নাগফিলথাকে) আর প্রতিষ্ঠা করতে

فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا

যা উত্তম আল্লাহ (তারা এসব করে এজন্যে) তাদেরকে প্রতিফল দেন যেন দৃষ্টিসমূহ ও অন্তরসমূহ তার মধ্যে

عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ

যাকে জীবিকা দেন আল্লাহ আর তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে বাড়িয়ে দেন (যেনঅতিরিক্ত কিছু) এবং তারা কাজ করেছে

يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ

তাদের আমলসমূহ কুফরী করেছে যারা আর কোন হিসাব ছাড়াই ইচ্ছে করেন

كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ

সেখানে পৌছল যখন এমনকি পানি (হিসেবে) পিপাসার্ত লোক তাকে মনে করে মরুভূমিতে মরীচিকা সদৃশ

لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ

তারহিসাব তাকে তখন পূর্ণকরে দিলেন তার কাছে আল্লাহকে পেল বরং কিছুই সেখানে পেল না

৩৭. যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচায় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা হতে গাফিল করে দেয় না। তারা সে দিনকে ভয় করতে থাকে যে দিন দিল উল্টিয়ে যাওয়া এবং চোখ পাথর হয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখা দেবে।

৩৮. (আর তারা এ সব করে এ জন্য) যেন আল্লাহ তাদের উত্তম আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেন এবং অতিরিক্ত স্বীয় অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেন। আল্লাহ যাকে চান বে-হিসেব রেজেক দান করেন।

৩৯. (পক্ষান্তরে) যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মরীচিকা; পিপাসু ব্যক্তি তা পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সেখানে পৌছিল তখন কিছুই পেল না। বরং সেখানে সে আল্লাহকেই বর্তমান পেল যিনি তার পুরাপুরি হিসাব সম্পন্ন করে দিলেন।

وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ

গভীর সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকারপুঞ্জ যেমন অথবা হিসাবগ্রহণে তৎপর আল্লাহ আর

يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ

মেঘমালা তার উপরে তরঙ্গ তার উপর হতে তরঙ্গ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে

ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ

না তার হাত সে বের করে যখন কিছু (স্তর) উপর তার কিছু (স্তরের) অন্ধকারপুঞ্জ

يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ

তার জন্যে নাই তখন জ্যোতি তার জন্যে আল্লাহ দেন নাই যাকে আর তা দেখতে পায় আদৌ

مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ

আকাশমন্ডলির মধ্যে যাকিছু (আছে) তাঁরই জন্যে তসবীহ করছে আল্লাহর যে তুমি দেখনাইকি কোন জ্যোতি

وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ

ও তার প্রার্থনার জেনে নিয়েছে প্রত্যেকে ডানা মেলে চলছে পাখীরাও (যারা) আর পৃথিবীতে ও

تَسْبِيْحَهٗ ؕ

তার তসবীহ করার (নিয়ম)

আর আল্লাহর হিসেব গ্রহণে তৎপর।

৪০. অথবা তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; উপরে এক ঢেউ ছেয়ে রয়েছে, তার উপর আর একটি ঢেউ, তার উপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের উপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে নূর দেননি তার জন্য আর কোন নূরই নেই।

রুকু ঃ ৬

৪১. তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আল্লাহর তসবীহ করছে সেই সব-কিছু যা আকাশ মন্ডল ও যমীনে অবস্থিত রয়েছে- আর সেই পক্ষীকূলও যারা পক্ষবিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে? প্রত্যেকেই নিজের নামায ও তসবীহ করার নিয়ম জানে।

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ

আর | আল্লাহ | খুব অবহিত | যাকিছু | তারা করছে | আর | আল্লাহরই জন্যে | সার্বভৌমত্ব

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ

আকাশমন্ডলির | ও | পৃথিবীর | এবং | দিকে | আল্লাহরই | প্রত্যাবর্তন (সকলেরই) | তুমি লক্ষ্যকর নাই কি

اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ

যে | আল্লাহ | সঞ্চালিত করেন | মেঘমালাকে | এরপর | পুঞ্জীভূত করেন | তার মাঝে | এরপর | তাকে করেন

رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ

ঘনীভূত | তুমি অতঃপর দেখ | বৃষ্টি | নির্গত হয় | হতে | তার ভিতর | এবং | বর্ষণ করেন (শিলাবৃষ্টি) | হতে

السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ

আকাশ | সাহায্যে | পাহাড়গুলোর | তার মাঝে থাকে | বরফ শিলা | অতঃপর | ক্ষতি পৌঁছান | তা দিয়ে

مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ

যাকে | ইচ্ছে করেন | তা ফিরিয়ে রাখেন | আবার | হতে | যার | ইচ্ছে করেন | উপক্রম হয় | তার বিদ্যুৎ ঝলক

يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ

কেড়ে নেবে | দৃষ্টিশক্তিকে | আবর্তন ঘটান | আল্লাহ | রাতকে | ও | দিনকে

আর যারা এ সব করে, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল

৪২. আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহরই জন্য, আর তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন। পরে তার খন্ডগুলিকে পারস্পরিক একত্রিত ও সম্মিলিত করেন, পরে তাকে আরো পুঞ্জিভূত ও ঘনিভূত করে-তোলেন ? তোমরা এও দেখ যে, তার অভ্যন্তর হতে বৃষ্টির ফোটা টপকিয়ে পড়তে থাকে। আর তিনি আকাশ হতে উচ্চ৩৪ পাহাড়গুলির সাহায্যে শীলা বর্ষণ করেন। আর যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে ক্ষতি পৌঁছিয়ে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা তা হতে বাঁচিয়ে রাখেন। তার বিদ্যুতের চমক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়।

৪৪. রাত ও দিনের আবর্তন তিনিই ঘটিয়ে থাকেন।

৩৪। এর অর্থ শৈত্যে জমে যাওয়া মেঘমালাও হতে পারে যাকে আলংকারিক ভাষায় আসমানের পাহাড় বলা হয়েছে এবং যমীনের বুকের পাহাড়ও হতে পারে যা শূন্যলোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব পাহাড়ের চূড়ায় জমা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এতই শীতল হয় যে তার ফলে মেঘমালা জমাট বাধে ও শিলাবৃষ্টি ঘটে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ

নিশ্চয়ই | মধ্যে রয়েছে | এর | শিক্ষা অবশ্যই | অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে | এবং | আল্লাহ

خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ

সৃষ্টি করেছেন | সব | জীবকে | হতে | পানি | অতঃপর তাদের মধ্যেহতে | কেউ | চলে | উপর

بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُم

তার পেটের | আবার | তাদের মধ্যেহতে | কেউ | চলে | উপর | দুপায়ের | আবার | তাদের মধ্য হতে

مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

কেউ | চলে | উপর | চার (পায়ের) | সৃষ্টি করেন | আল্লাহ | যা | তিনি চান | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | উপর

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ

সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | নিশ্চয়ই | আমরা নাযিল করেছি | নিদর্শনসমূহ | সুস্পষ্ট | এবং | আল্লাহ

يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ

পরিচালিত করবেন | যাকে | তিনি চান | দিকে | পথের | সরল সোজা | এবং | তারা বলে

آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ

আমরা ঈমান এনেছি | আল্লাহর উপর | ও | রসূলের উপর | আর | আমরা আনুগত্য করেছি | কিন্তু | মুখ ফিরিয়ে নেয় | একদল

مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

তাদের মধ্য হতে | পরে | এর | আর | না | ঐসবলোক | ঈমানদার

তাতে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

৪৫. আল্লাহ সব জীবকেই এক প্রকারের পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। তার কোন কোনটি বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোন কোনটি দুই পায়ে ভর করে চলে, আবার কোন কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা-ই চান সৃষ্টি করেন, তিনি তো সর্বশক্তিমান।

৪৬. আমরা স্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশকারী আয়াত-সমূহ নাযিল করে দিলাম। এখন সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হেদায়াত আল্লাহই দিবেন যাহাকে তিনি চান।

৪৭. এই লোকেরা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহও রসূলের প্রতি, আর আমরা আনুগত্য মেনে নিয়েছি। কিন্তু পরে তাদের মধ্য হতে একদল লোক আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এরূপ লোক কক্ষণই মু'মেন নয়।

وَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا
এবং যখন ডাকা হয় দিকে আল্লাহর ও তার রসূলের ফয়সালার জন্যে তাদের মাঝে তখন

فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ
একদল তাদের মধ্য কার পাশ কাটিয়ে যায় আর যদি হয় তাদের অনুকূলে

يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ
তারা আসে তার দিকে বিনীত হয়ে আছে কি তাদের অন্তরসমূহে রোগ অথবা

ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ
তারা সন্দেহ করে অথবা তারা ভয় করে যে যুলম করবেন আল্লাহ তাদের উপর ও তার রসূল

بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ
বরং ঐসবলোক তারাই যালেম মূলতঃ শোভাপেত উক্তি মু'মিনদের

اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ
যখন ডাকা হয় দিকে আল্লাহর ও তার রাসূলের ফয়সালার জন্যে তাদের মাঝে যে

يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾
তারা বলবে আমরা শুনলাম ও আমরা মেনে নিলাম আর ঐসবলোক তারাই সফলকাম

৪৮. তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় - যেন রসূল তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের মামলার ফয়সালা করে দিবেন, তখন তাদের মধ্য হতে একদল পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৪৯. অবশ্য সত্য যদি তাদের আনুকূল্য করে তা হলে তারা রসূলের নিকট বড় আনুগত্যশীল লোক হিসেবে উপস্থিত হয়।

৫০. তাদের দিলেকি (মুনাফেকীর) রোগ প্রবেশ করেছে? কিংবা তারা সন্দেহে পড়ে গেছে? অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন বলে তাদের ভয় হচ্ছে? আসল কথা এই যে, তারা নিজেরাই তো যালেম।

রুকু ঃ ৭

৫১. ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হবে- যেন রসূল তাদের মামলা-মুকদ্দমার ফয়সালা করে দেয়- তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুতঃ এ রূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে।

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ

আর যে আনুগত্য করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের এবং ভয় করে আল্লাহকে ও তাঁর নাফরমানী হতে দূরেথাকে অতঃপর ঐসব লোক

هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

তারাই সফলকাম আর (মুনাফিকরা) শপথ করে আল্লাহর নামে দৃঢ় ভাবে (করে) তাদের শপথগুলোকে

لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ

অবশ্যই যদি তাদেরকে তুমি নির্দেশ দাও তারা অবশ্যই (জিহাদের জন্যে) বেরহবে বল না তোমরা শপথ করো আনুগত্য

مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾ قُلْ

যথার্থই (কাম্য) নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব অবহিত যাকিছু কাজ করছ তোমরা বল

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তোমরা আনুগত্য কর রাসূলের যদি কিন্তু তবে (জেনেরাখ) তোমরা মুখ ফিরাও প্রকৃতপক্ষে

عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ

তার উপর যা তাকে দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে আর তোমাদের উপর (দায়িত্ব) যা তোমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর যদি তার আনুগত্য কর

تَهْتَدُوْا ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

তোমরা সঠিক পথ পাবে আর না (দায়িত্ব) উপর রাসূলের এ ব্যতীত যে পৌছান (বিধান) সুস্পষ্টভাবে

৫২. আর সফল হবে সেই সকল লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে।

৫৩. তারা (মুনাফেকরা) আল্লাহর নামে কড়া কড়া শপথ করে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা ঘর-বাড়ী হতে বের হয়ে আসব।" তাদেরকে বলঃ "শপথ করোনা, তোমাদের আনুগত্যশীলতার অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানা আছে। তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ বে-খবর নন।"

৫৪. বলঃ "আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলের অধীন ও অনুসরণকারী হয়ে থাক। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তা হলে খুব ভালোভাবেই জেনে নাও, রসূলের উপর যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে সে জন্য সে-ই যিম্মাদার; আর তোমাদের উপর যে ফরযের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই হেদায়াত পাবে। অন্যথায় রসূলের দায়িত্ব এ হতে বেশী নয় যে, সে পরিষ্কার ভাবে বিধান পৌছিয়ে দিবে।"

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ওয়াদা করেছেন | আল্লাহ | (তাদেরকে) যারা | ঈমান আনে | তোমাদের মধ্যে হতে | ও | কাজ করে | নেকীর

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ

তাদেরকে তিনি অবশ্যই খলিফা বানাবেন | পৃথিবীতে | যেমন | খলীফা বানিয়েছিলেন | (তাদেরকে) যারা

قَبْلِهِمْ ص وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

তাদের পূর্বে (ছিল) | এবং | অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন | তাদের জন্যে | তাদের দ্বীনকে | যা | তিনি পছন্দ করেছেন | তাদের জন্যে

وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ

ও | অবশ্যই পরিবর্তিত করে দেবেন | তাদের জন্যে | পরে | তাদের ভয়-ভীতির | নিরাপত্তায় | আমারই তারা ইবাদতকরবে

لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ط وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

(আর) না | তারা শরীক করবে | আমার সাথে | কোন কিছুরই | আর | যে | কুফরী করবে | পরে | এর | ঐসবলোক অতঃপর

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

তারাই | সত্যত্যাগী

৫৫. তোমাদের মধ্যে হতে সেইসব লোকের সাথে–যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে– আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিন তাদেরকে তেমনি ভাবে যমীনে খলিফা বানাবেন যেমন ভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে দিবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তা মূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমারাই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না[৩৫]। অতঃপর যারা কুফরী করবে[৩৬] তারাই আসলে ফাসেক লোক।

৩৫। কেউ কেউ এর থেকে এই ভুল ধারণা গ্রহণ করে বসে যে– পৃথিবীতে যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেই খেলাফত লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত কথা আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ যে মু'মিন হবে আল্লাহ তাকে খেলাফত দান করবেন।

৩৬। এর অর্থ এ হতে পারে যে– খেলাফত পেয়ে না শোকরী (অকৃতজ্ঞতা) করে এবং এর অর্থ এও হতে পারে যে মুনাফেকদের মত আচরণ করতে লাগে বাহ্যতঃ যেন মু'মিন, কিন্তু আসলে ঈমান থেকে খালি।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ

এবং তোমরা কায়েম কর নামাজ আর দাও যাকাত ও

اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

আনুগত্য কর রাসূলের যাতে তোমাদের (প্রতি) রহম করা যায় না কখনও মনে করো

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ

যারা কুফরী করেছে তারা অক্ষমকারী (আল্লাহকে) পৃথিবীতে এবং তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম

وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ

আর (তা) অবশ্যই অতিনিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল ওহে যারা ঈমান এনেছ যেন তোমাদের (হতে) অনুমতি নেয়

الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

(তারা) যাদেরকে মালিক করেছে তোমাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাস দাসী) ও যারা পৌঁছে নাই প্রাপ্ত বয়সে (অর্থাৎ অপুক্ষ বালক বালিকা)

مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ

তোমাদের মধ্যকার তিন সময়ে পূর্বে নামাজের ফজরের ও যখন তোমরা (খুলে) রাখ

ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ

তোমাদের কাপড় দ্বিপ্রহরে ও পরে নামাজের এশার

৫৬. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর। আশা আছে যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

৫৭. যে সব লোক কুফরী করেছে তাদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণায় থেকো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে কাতর ও অক্ষম করে দিবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা খুবই খারাব ঠিকানা।

রুকু ঃ ৮

৫৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী-পুরুষ আর তোমাদের সে সব বালক, যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছেনি, তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে ঃ সকালের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও, আর এশার নামাযের পর।

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَ

তিন (সময়) গোপনীয়তার তোমাদের জন্যে নাই আর তোমাদের জন্যে না তাদের জন্যে কোন দোষ ব্যতীত

هُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ

এসব (সময়) করতে বার বার যাতায়াত তোমাদের নিকট তোমাদের একে নিকট অপরের (যাতায়াত তো করতেই হয়) এভাবে

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾

সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا

এবং যখন পৌঁছে ছেলেমেয়েরা তোমাদের মধ্যকার প্রাপ্ত বয়সে তারা অনুমতি নেয় যেন তখন

كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

যেমন অনুমতি নেয় যারা তাদের পূর্বে (বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে) এভাবে বর্ণনা করেন

اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾ وَ الْقَوَاعِدُ

আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁরনির্দেশাবলী আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় এবং (যৌবন)অতিক্রম কারিনী

مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

মধ্যহতে স্ত্রীলোকদের যারা না আশা রাখে বিবাহের সেক্ষেত্রে নাই তাদের জন্যে

جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ

কোন গুনাহ যে তারা খুলে রাখে তাদের বস্ত্র (অতিরিক্ত) না প্রদর্শন কারিনীরূপে রূপসৌন্দর্যের

এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এর পর তারা বিনানুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোন দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের নিকট তো বার বার যাওয়া আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বর্ণনা সমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবই জানেন, তিনি সুকৌশলী।

৫৯. আর তোমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছিবে তখন অবশ্যই যেন তেমনি ভাবে অনুমতি নিয়ে আসে যেমন ভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। .....এই ভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের সামনে উম্মুক্ত করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সুকৌশলী।

৬০. আর যে সব স্ত্রীলোক যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে-, বিবাহ করার আকাঙ্খী নয় -তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের কোন দোষ হবে না; তবে শর্ত এই যে, তারা রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না।

وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

আর | বিরত থাকলে | উত্তম | তাদের জন্যে | আর | আল্লাহ | সব কিছু শুনেন | সবকিছুজানেন

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ

নেই | জন্যে | অন্ধের | কোন দোষ | আর | না | জন্যে | পংগুর | কোন দোষ

وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ

আর | না | জন্যে | রোগীর | কোন দোষ | আর | না | জন্যে | তোমাদের নিজেদের (কোনদোষ) | যে

تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

তোমরা খাও | হতে | তোমাদের ঘরগুলো | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের বাপ দাদাদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে)

اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ

তোমাদের মা-নানী দের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের ভাইদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের বোনদের

اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

অথবা | ঘরগুলো(হতে) | তোমাদের চাচাদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের ফুফুদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে)

اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ

তোমাদের মামাদের | অথবা | ঘরগুলো (হতে) | তোমাদের খালাদের | অথবা | যার | তোমরা মালিক হয়েছ | তার চাবীগুলোর

اَوْ صَدِيْقِكُمْ ط

অথবা | তোমাদের বন্ধুদের (গৃহে)

তা সত্ত্বেও তারা যদি লজ্জাশীলতাকে রক্ষা করে তবে তা তাদের জন্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনেন।

৬১. কোন অন্ধ-পংগু বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি (কারো ঘর হতে কিছু খেলে) কোন দোষ হবে না। না এ ব্যাপারে কোন দোষ আছে যে, নিজেদের ঘর হতে খাবে কিংবা নিজেদের বাপ-দাদার ঘর হতে, অথবা নিজেদের মা-নানীর ঘর হতে, নিজেদের ভাইদের ঘর হতে, নিজেদের বোনদের ঘর হতে চাচাদের ঘর হতে, আপন ফুফুদের ঘর হতে, মামাদের ঘর হতে, খালাদের ঘর হতে কিংবা তাদের ঘর হতে, যার চাবি তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, অথবা নিজেদের বন্ধু-সুহৃদদের ঘর হতে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا
নেই তোমাদের জন্যে কোন গুনাহ্ যে তোমরা খাও একত্রে

اَوْ اَشْتَاتًا ط فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا
অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অতঃপর যখন তোমরা প্রবেশ করবে ঘরগুলোতে সালাম দিবে তখন

عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً
উপর তোমাদের নিজেদের দোয়া (অভিবাদন স্বরূপ) হতে নিকট আল্লাহর কল্যাণময় (এই দোয়া)

طَيِّبَةً ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
পবিত্র এরূপে বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহকে যাতে তোমরা

تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾ ع اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
বুঝতে পার মূলতঃ ঈমানদার (তারাই) যারা ঈমান আনে আল্লাহর উপর

وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ
ও তাঁর রাসূলের (উপর) এবং যখন তারা হয় তার সাথে উপর কোনকাজের সমষ্টিগত ভাবে না

يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
তারা চলে যায় যতক্ষণনা তার(হতে) অনুমতি নেয় নিশ্চয়ই যারা তোমার(হতে) অনুমতি চায়

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج
ঐসবলোক তারাই ঈমান আনে আল্লাহর উপর ও তার রাসূলের (উপর)

তোমরা একত্রিত হয়ে খাও বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাও, তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য যখন ঘর-সমূহে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কল্যাণের দোয়া আল্লাহর নিকট হতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আশা আছে যে, তোমরা বুঝে কাজ করবে।

রুকু ঃ ৯

৬২. মু'মেন মূলতঃই তারা যারা আল্লাহ ও রসূলকে অন্তঃ হতে মেনে নেয়। আর কোন সামাজিক-সামগ্রিক কাজে তারা যখন রসূলের সাথে একত্রিত হয় তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। হে নবী, যেসব লোক তোমার নিকট অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও রসূলকে মানে।

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ

অতএব যখন | তোমার(নিকট) অনুমতি চায় | কোনকিছুর জন্যে | তাদের ব্যাপারে | তখন অনুমতি দাও | যাকে | তুমি চাও

مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

আর তাদের মধ্য হতে | ক্ষমা চাও | তাদের জন্যে | আল্লাহর (নিকট) | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ

না | তোমরা গণ্য করো | আহবানকে | রাসূলের | তোমাদের মাঝে | আহবানের মত | তোমাদের একে

بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ

অপরের | নিশ্চয়ই | জানেন | আল্লাহ | (তাদেরকে) যারা | সরে পড়ে | তোমাদের মধ্যহতে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

আড়ালে | ভয় করা উচিৎ সুতরাং | (তাদের) যারা | অমান্য করে | হুকুমের | তার | যে

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

তাদের(উপর) পড়বে | বিপর্যয় | অথবা | তাদের (উপর) পড়বে | শাস্তি | মর্মন্তুদ

অতএব তারা যখন নিজেদের কোন কাজের কারণে অনুমতি চাইবে তখন তুমি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দান কর। আর এই ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাতের দোয়া কর। আল্লাহ নিশ্চিতই ক্ষমাশীল ও দায়াবান।

৬৩. হে মুসলমান! রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মত ব্যাপার মনে করো না। আল্লাহ সেই লোকদের খুবই ভালভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। রসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোন ফেতনায় আটক হয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের উপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে।

أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ

সাবধান হও | নিশ্চয়ই | আল্লাহরই জন্যে | যা কিছু | আছে | আকাশমণ্ডলিতে | ও | পৃথিবীতে | নিশ্চয়ই | তিনি জানেন

مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا

তা | তোমরা (আছ) | যে (অবস্থার) উপরে | এবং | যেদিন | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে | তাঁর দিকে | তখন | তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন | ঐবিষয়ে যা

عَمِلُوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

তারা কাজ করেছে | আর | আল্লাহ | সম্পর্কে সব | কিছু | খুব জ্ঞাত

৬৪. সাবধান হও! আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জন্য। তোমরা যেরূপ আচরণই গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ তা জানেন। যেদিন মানুষকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যে তারা কি সব করে এসেছে। তিনি তো সব বিষয়ই জানেন।